গণভবনকে জাদুঘর করার সিদ্ধান্ত ইতিহাস রক্ষার অংশ: উপ প্রেস সচিব

সংগৃহীত ছবি

প্রধান উপদেষ্টার উপ প্রেস সচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেছেন, গণভবন কখনোই সরকারিভাবে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ছিল না। এটি মূলত রাষ্ট্রীয় অতিথিশালা করতোয়া, যাকে পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে তিনি উল্লেখ করেন, অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন কেন গণভবনকে জাদুঘরে রূপান্তরিত করতে হবে। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, "জাদুঘর হবে জাদুঘরের জায়গায়।" কিন্তু সত্য হলো, গণভবনে একসময় গুম, খুন, লুটপাটসহ জুলাই হত্যাযজ্ঞের মতো ভয়াবহ ঘটনার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তাই এটিকে জাদুঘরে রূপান্তরিত করা ইতিহাস সংরক্ষণের অংশ বলেই তিনি মনে করেন।

তিনি বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই দুঃসহ স্মৃতিবাহী স্থানগুলো আজ জাদুঘর ও স্মৃতিস্তম্ভে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন—পোল্যান্ডে নাৎসি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প এখন জাদুঘর; হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা হামলার স্থান শান্তি পার্ক ও জাদুঘর; ভিয়েতনামের কু চি টানেল যুদ্ধ জাদুঘর; যুক্তরাষ্ট্রের গেটিসবার্গ যুদ্ধক্ষেত্র আজ জাতীয় সামরিক উদ্যান ও জাদুঘর; দক্ষিণ আফ্রিকার রোবেন আইল্যান্ড কারাগার, যেখানে নেলসন ম্যান্ডেলা বন্দি ছিলেন, সেটি জাদুঘর; এবং প্যারিসের বাস্তিল দুর্গের অংশ আজ ফরাসি বিপ্লবের জাদুঘর।

এছাড়া তিনি উদাহরণ দেন ভারতের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাস্থল, যা এখন স্মৃতিস্তম্ভ ও জাদুঘর হিসেবে সংরক্ষিত, এবং নেদারল্যান্ডসের অ্যানা ফ্রাঙ্কের লুকানোর ঘর, যা বর্তমানে একটি বিশ্বখ্যাত জাদুঘর।

কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, গণভবনকে জাদুঘর করার বিরোধিতা করছেন মূলত তারাই, যারা জুলাই হত্যাযজ্ঞকে তুচ্ছ ঘটনা মনে করেন বা এখনো হত্যাকারীদের প্রত্যাবর্তনের আশায় আছেন।